ফিদায়ী আক্রমণের বীর যোদ্ধার বার্তা

শহীদ আবু হুজানাহ আল খুরাসানি

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামের শুরু করছি।

ভাই আবু হাসান আল ওআয়লির প্রতি,

আজকে রাতে আমি ফিদায়ী আক্রমণ পরিচালনার ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু আল্লাহ্‌র হুকুমে আগামীকাল পর্যন্ত এই আক্রমণ বর্ধিত করা হতে পারে। ক্ষনস্থায়ী এই পৃথিবীর শেষ অংশে আমার সর্বশেষ সুন্দর একটি পাতা লিখার মাধ্যমে আমি এই সুযোগকে কাজে লাগাতে চাই। যে পুরষ্কার আমার জন্য অপেক্ষা করতেছে তাঁর জন্য তা *সদকায়ে জারিয়াহ* (চলন্ত ছোয়াব বা পূন্য) হিসেবে কাজ করবে। সবসময় ইহা থেকে তাওহিদবাদী মুসলিমেরা উপকার পেতে থাকবে।

এই শেষ মূহুর্তের শুরুতেই আমি আমার অত্যন্ত সুখের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারায় খুশি । দুঃখিত আমি বলতে চাচ্ছি আমার জীবনের শুরু। আমার এই খুশি তীব্র হচ্ছে যা আমি এই পৃথিবীতে আগে কখনো অনুভব করিনি। আগামীকাল সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র জন্য আমি আমার জানকে কোরবানী করব। আমি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করি আল্লাহ্‌ যেন আমাকে কবুল করেন, সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার তৌফিক নছিব করেন এবং আল্লাহ্‌ আমাকে পশ্চাদপসারন না করেন । আমি শাহাদতের পুরষ্কার লাভের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করতেছি। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমি ইহা কখনো ভুলবো না এমনকি আমি জান্নাতে প্রবেশ করলেও যার আয়তন পৃথিবী এবং আকাশের সমান।

যদি আল্লাহ্‌ আমাকে কবুল করেন তাহলে আগামীকাল সেখানে কিছু করে দেখাব। আমি ইহা মূহুর্তটিকে স্মরন করব এমনকি যদিও আমি জান্নাতের প্রাসাদ এবং হুরদের মধ্যে অবস্থান করি। শুধুমাত্র আগামীকালই আমি ইহা দেখব এবং আমি কখনো আর পুনরায় ইহা দেখতে পারব না। শহীদের বিস্ময়কর ব্যাপার এইটি যে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং ইহার চিরস্থায়ী বিলাসী জীবনযাপন দেখা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র রাস্তায় ১০ বার নিহত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করবে।

শহীদদের জন্য আখিরাতে অনেক বিশেষ আনন্দের বস্তু আছে। যারা হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়া হামলায় অস্বীকার করবে আল্লাহ্‌র কাছে তাঁরা দুর্দশাগ্রস্থ। গতরাতে আমাকে এই সাক্ষাৎকারটি দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ফিদায়ী আক্রমণ করার আগে নিজের সাথে যে ধরনের প্রতিক্রিয়ার মোকাবেলা করতে হয় তা সম্পর্কে জানাতে আমি সবসময় ইচ্ছা করি। শহীদি আক্রমণের মানসিকতার মাধ্যমে আজকে আমি আমার পর্ব সম্পূর্ন করতে চলেছি।
আমি দোয়া করি আল্লাহ্‌ আমাদেরকে পথপ্রদর্শন করুন এবং কবুল করুন।

প্রশ্নঃ ভয় শেষ মূহুর্তে কাপুরুষ করে তুলতে পারে এবং মিশন ব্যর্থ করে দিতে পারে। কিভাবে এইটি দূর করা যাবে?

উত্তরঃ এইটি প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব সংবেদনশীলতার উপর নির্ভর করে। প্রত্যকের উচিত হবে না তাঁর শত্রুকে ছোট মনে করা। অতএব কি করবেন যদি শয়তান আপনার শত্রুহয়?

الشَّيْطَانَ إِنَّ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا
নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু (সূরা আল-ইসরাঃ ৫৩)

সত্যিকারভাবে যখন একজন মুজাহিদ ফিদায়ী আক্রমণ করার ইচ্ছা পোষন করে তখন শয়তান উভয়সংকট সৃষ্টি করার পদ্ধতি জানে। শয়তান আক্রমণ পরিচালনা করার আগে তার পথকে আরও কঠিন থেকে কঠিনতর করার চেষ্টা করতে থাকে যাতে সে আক্রমণ করার হিম্মত না পায়। এইভাবে শয়তান বিভিন্ন পদ্ধতিতে মুজাহিদকে থামানোর চেষ্টা করে। এমনকি শয়তান ফিদায়ী আক্রমন থেকে জিহাদের যে সকল অংশে কম ঝুঁকিপূর্ন সেই দিকে প্রলুব্ধ করারও চেষ্টা করে। শয়তান আপনাদেরকে বলবেঃ কেন আপনি নিজেকে সম্মুখ যুদ্ধগুলোতে নিয়োজিত রাখছেন না? কেন আপনি আল্লাহ্‌র শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে বিরাট আক্রমণের পরিকল্পনা করছেন না যাতে তাদের ক্ষতি হয়?

এবং শয়তান এই কাজে ব্যর্থ হলে তারপর আপনাকে বলতে থাকবে আপনার আক্রমন সফল হবে না, আপনি ব্যতীত আর কেউ মারা যাবে না, আপনি নিজেকে হারাবেন কোনরকম ক্ষতি করা ব্যতীত এবং আরও অনেক কিছু। শয়তান সর্বপ্রকার উপায়ে চেষ্টা করবে ফিদায়ী আক্রমণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে তাঁর আক্রমণ থেকে ফিরাতে কারন শয়তান জানে এইটি হচ্ছে জান্নাতুল ফেরদৌসে যাওয়ার সংক্ষিপ্ত পথ।

শয়তান থেকে মুক্তি পেতে আমি নিচের নির্দেশিকাগুলো অনুসরণ করতে বলবঃ

১) আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন আপনাকে নিজের উপর অথবা আপনার অস্ত্রের উপর অথবা আপনার বিস্ফোরক বেল্ট অথবা আপনার বিস্ফোরক ট্রাকের উপর এমনকি চোখ পিটপিটের জন্যও নির্ভরশীল না করে। আল্লাহ্‌ হচ্ছেন সবচেয়ে উত্তম হিফাজতকারী এবং ঈমানদাররা তাঁর উপরই আস্থা স্থাপণ করে।

২) আপনাদেরকে অবশ্যই শয়তান থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর আশ্রয় কামনা করার ব্যাপারে স্মরন রাখতে হবে এবং এইটি একটি হাদীস থেকে এসেছে যেখানে বলা হয়েছেঃ

"لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"

যে এইটি পড়বে আল্লাহ্‌ তাঁকে ঐ দিনে ১০০ বার শয়তান থেকে মুক্তি দিবেন এবং আপনি যদি সূরা ফালাক এবং সূরা নাস পড়েন তাহলে মুয়াওয়িজাত সকাল বিকাল তিনবার হবে বিশেষভাবে ফিদায়ী হামলার দিনে। তারপর ইনশাআল্লাহ আল্লাহ্‌র শত্রুরা আপনার কাছে পৌঁছতে পারবে না।

৩) এই ধরনের আক্রমণকারীর জ্ঞান থাকা খুব জরুরী। আমি প্রত্যেক ফিদায়ী হামলা পরিচালনা করতে ইচ্ছুক ভাইদেরকে "মাশারি আল আশওয়াক" বইটি পড়তে বলব কারন ঐ বইটিতে শত্রুর উপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ার ফজিলত সম্পর্কে বলা আছে। এইভাবে সে এই আক্রমণের পুরষ্কার সম্পর্কে অনেক বেশি জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।

৪) ফিদায়ী আক্রমণকারীদের ফিদায়ী আক্রমণ করার আগে একসাথে মিলিত করতে হবে। বিশেষভাবে কার পর কার এই বিষয়টি ভালোভাবে জানতে হবে। এই বীরেরা হচ্ছে আপনাদের জন্য সাক্ষী এবং আপনাদের পথকে আরাম করতে তাঁরা একজনের পর আরেকজন ফিদায়ী হামলা পরিচালনা করতে

সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং আপনারা এইটির জন্যই উদগ্রীব হবেন।

৫) সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ থেকে ভালো কিছু প্রত্যাশা করি। আল্লাহ্ তাঁর গোলামকে একা ছেড়ে দেন না এবং যে নিজে শাহাদাতের ইচ্ছা পোষন করে আল্লাহ্ তাঁকে সামনের দিকে পরিচালিত করেন। যে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করতে চায় আল্লাহতালাও তাঁকে সাক্ষাৎ দিতে পছন্দ করেন। এইটি এসেছে একটি বিশুদ্ধ সুন্নাহ থেকে যাকে আল্লাহ্ তাআলা সাক্ষাৎ দিতে পছন্দ করবেন। সে নিজে ফিদায়ী আক্রমনের উপর আরামে আছে এবং নিজের হৃদয়কে অবিচল এবং বেধেছে ইহার প্রতি।

প্রশ্নঃ এই ধরনের কয়েকটি চিন্তার উদ্রেক হয় যে হয়ত আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব না । হয়ত শত্রুর উপর গাড়ি বিস্ফোরন অথবা বিস্ফোরক বেল্ট সহ বিস্ফোরন করার আগেই আমি মারা যাব। কিভাবে এই চিন্তাগুলো দূর করা যাবে?

উত্তরঃ একজন ঈমানদারের কাজ তাঁর নিয়াতের উপর নির্ভরশীল। কেউআল্লাহ্র শত্রু বাহিনীর ক্ষতি করার ইচ্ছা এবং সংকল্প করার পর যদি ক্ষতি করতে অসমর্থ হয় তাহলেও সে তাঁর ইছা এবং সংকল্পের কারণে পূরষ্কার পাবে কিন্তু আল্লাহ্র আমরা দোয়া করব যেন আমাদের ফিদায়ী হামলার কারণে শত্রু বাহিনীর প্রচন্ড ক্ষতি হয়। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, সামরিক দৃষ্টিকোন থেকে ফিদায়ী হামলা শত্রুর জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর এবং ক্ষতিকারক। এইটির বিস্ময়কর ফলাফলের কারণে জিহাদের নেতৃবৃন্দ ইহাকে অভিনন্দিত করছেন এবং প্রশস্ত করছেন। যদি আপনি এখনও না বুঝে থাকেন তাহলে আমেরিকাকে জিজ্ঞাসা করুন তাদের টাওয়ারগুলো সম্পর্কে, ব্রিটেনকে জিজ্ঞাসা করেন তাদের টানেলগুলো সম্পর্কে এবং ইহুদীদের পুত্রদেরকে জিজ্ঞাসা করুন তাদের বাসগুলো সম্পর্কে।

প্রশ্নঃ প্রতিক্ষীত জায়গা হচ্ছে মৃত্যুর খুবই নিকটবর্তী যার মুখোমুখি আপনি আগে কখনো হননি , এইটিকি আপনাকে উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠিত করে না?

উত্তরঃ কি ধরনের উৎকণ্ঠার কথা আপনি বলতেছেন? কোন ধরনের উদ্বেগ? আল্লাহ্র কসম এই ধরনের শান্তি,শান্ত এবং স্থির জীবন আমি আগে কখনো অনুভব করিনি। একটি উদাহরন দিলে আপনি একজন ফিদায়ী আক্রমণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির মানসিক অবস্থা বুঝতে পারবেন যেমনঃ স্কুল অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার হলে ছাত্ররা তিন ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে থাকে। তাদের মধ্যে যে ঐ বিষয়ে পড়াশোনা করেনি সে চারিদিক থেকে নকল করার চেষ্টা করে এবং সে চায় যে তাঁর উত্তর বেশির থেকে বেশি দেওয়ার আগে যেন সময় শেষ না হয়। যারা ঐ বিষয়ে ভালোভাবে পড়াশোনা করে এসেছে সে ভালোভাবে উত্তর দিয়ে পুনরায় আবার প্রশ্নগুলো ও উত্তরগুলো দেখে বিভিন্ন জায়গায় সংশোধন করে এবং আপনি দেখতে পাবেন এই ছাত্রটিই তাঁর পরীক্ষার পুরো সময়ের সবচেয়ে ভালো ব্যবহার করেছে। সে তাঁর উত্তরপত্র শিক্ষক সংগ্রহ করার আগে জমা দিবে না। এবং সেখানে আরেকটি আছে অদ্বিতীয় অবস্থা! সে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবে ১০ মিনিটের মধ্যে এবং তারপর শিক্ষকের কাছে গিয়ে উত্তরপত্র জমা দিবে ও সে এতে খুশি এবং সন্তুষ্ট থাকবে। সে গতকালই এই প্রশ্নগুলো পড়েছিল অথবা সে নিজের জন্য এই প্রশ্নগুলো রেখেছিল। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে সে তাঁর উত্তরগুলো সংশোধনের জন্য পুনরায় দেখেনি কারন সে এতে ১০০% নিশ্চিত ছিল এবং হে ভাইয়েরা এই হচ্ছে ফিদায়ী আক্রমণকারীর উদাহরণ। সে তাদের মধ্যে একজন যে তাঁর নফসকে নিজ হাতে বহন করে এবং ইহাকে কামানের মুখে রেখে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারন করে নিজেকে শহীদের উচ্চতায় উন্নীত করে। সে তাদের মধ্যে একজন যে পলায়নরত জাহাজগুলোকে আক্রমন করে এবং সীমান্ত পারে অবস্থিত জাহাজের প্রতিরক্ষা ঘাটিগুলোকে বারবার ধ্বংস করতে থাকে। সে আল্লাহ্র শত্রুবাহিনীর সাথে ততক্ষন পর্যন্ত সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে যতক্ষন পর্যন্ত না সে নিহত হয়। এ সেই লোক যে জানে জীবন হচ্ছে একটি পরীক্ষার কেন্দ্র এবং এইটি হচ্ছে সফলতার পথ।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ
وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

"আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদের জানের বাজি রাখে। আল্লাহ হলেন তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২০৭)

এইভাবে প্রতিক্ষীত জায়গা মৃত্যুর খুবই নিকটবর্তী এই নিয়ে ফিদায়ী আক্রমণকারীদের কোন ধরনের উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা নেই বরং সে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার আগ্রহ প্রকাশ করে।

প্রশ্নঃ আমি ফিদায়ী আক্রমণকারীদের প্রশংসা করছেন কিন্তু এমন কোন কিছু কি আছে এতে যা জিহাদের অন্য পথ থেকে ফিদায়ী আক্রমণকে দূর্বল করে?

উত্তরঃ ফিদায়ী আক্রমণকারীদের একটি মাত্রই সমস্যা এবং এই সমস্যার কোন সমাধান নেই। আর তাহলো সে তাঁর জীবনে একবার মাত্রই এই আক্রমন পরিচালনা করতে পারবে। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যদি ফিদায়ী আক্রমণ পরিচালনাকারীদেরকে ১০০০ বার জীবন দেওয়া হত তাহলে প্রত্যেক বারই তাঁরা ফিদায়ী আক্রমণ করে মৃত্যুবরন করবে। এইটি শুধু এই জন্য যে ফিদায়ী আক্রমণ ছাড়া অন্যকোনভাবে এত মর্যাদা অর্জন করা যায় না।

প্রশ্নঃ কেন কিছু ভাই যতদ্রুত সম্ভব জান্নাতে পৌঁছানোর জন্য নিজেদের নামকে ফিদায়ী আক্রমণের তালিকায় রেখেছে, এমনকি তাঁরা আগে অন্য প্রকারের যুদ্ধের জন্যও চেষ্টা করেছিল?

উত্তরঃ মনে করুন আপনি এখন মক্কায় আছেন এবং আপনি বাগদাদে যেতে চাচ্ছেন। বাগদাদে যাওয়ার দুইটি রুট আছে একটি রুট হচ্ছে সরাসরি । আরেকটি রুটে আপনাকে অনেক ঘুরে যেতে হবে যেখানে আপনার প্লেন একবার রিয়াদে থামবে, আরেকবার আম্মানে থামবে তারপর আপনি বাগদাদে পৌঁছবেন এবং এই ভ্রমনটি আপনার থেকে ১০ ঘন্টা সময় নিবে। কোনটি আপনি পছন্দ করবেন? অবশ্যই সরাসরি ভ্রমন, এইটি কি সঠিক না? এবং এইটি হচ্ছে ফিদায়ী আক্রমণ। যদি নিয়্যাত বিশুদ্ধ থাকে তাহলে এইটি হবে এই দুনিয়া থেকে জান্নাতে যাওয়ার সরাসরি টিকেট। অতএব ভাইদের জান্নাতে যাওয়ার সরাসরি রুটে যেতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় আশ্চর্য হবার কিছু নেই ।

প্রশ্নঃ আপনি কি চান সকল মুজাহিদ ফিদায়ী আক্রমণকারী হয়ে যাক? তারপর কারা সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করবে, কারা ভাইদেরকে প্রশিক্ষন দিবে, অস্ত্র তৈরি করবে এবং বিস্ফোরকের উন্নতি সাধন করবে? আপনি কি দেখতেছেন ফিদায়ী আক্রমণের দিকে অনেক বেশি পরিমান উৎসাহদান জিহাদের অন্যান্য অংশকে দূর্বল করে দিতে পারে?

উত্তরঃ সবাই এইটি জানে যে জিহাদের চলন্ত ধারা অব্যাহত রাখা এবং শত্রবাহিনীর ক্ষতির জন্য জিহাদের অন্যান্য শাখাগুলোতে পর্যাপ্ত লোকের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু আপনি বলছেন যদি সকল ভাই ফিদায়ী আক্রমণে চলে যায় এবং অন্যান্য শাখাগুলোতে যদি কেউ না থাকে তাহলে কি হবে ? না ভাই আপনি যেটি বলছেন এইটি সে পথ নয়। যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতে এখনো পর্যন্ত ফিদায়ী আক্রমণকারীদের প্রয়োজন রয়েছে।

আমার এমন অনেক ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে যারা তাদের ভাষা, তাদের জাতীয়তা অথবা তাদের চেহারার কারণে শত্রুবাহিনীর অত্যন্ত স্পর্শকাতর লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। কিন্তু তাঁরা বিভিন্ন কারণে ফিদায়ী আক্রমণ পরিচালনা করার বিষয়ে একমত হয় না এবং তাঁরা তাদের সামনে শত্রুর চরম ক্ষতির বিষয়টি বন্ধ করে রাখে।

এই ধরনের দুর্লভ ফিদায়ী আক্রমণ পরিচালনা করার জন্য আমাদের দরকার দক্ষ এবং বিশ্বস্ত লোকের। আমাদের সে সমস্ত বিশুদ্ধ ঈমানদার লোকের প্রয়োজন যারা তাওহীদের পথে নিজেকে কোরবানি করতে ইচ্ছুক হবে।

'মুহাম্মদ আতা' (আল্লাহ্ তাঁর উপর অনুগ্রহ করুন) এর মত বিশ্বাসী এবং চিন্তা চেতনার লোক। ১১ই সেপ্টম্বরের হামলা পরিচালনা করার জন্য আমির হিসেবে সে সত্যিকারভাবে যোগ্য ছিল। কিভাবে আমরা এই ধরনের আক্রমণ পুনরায় করব যদি আমরা তাদের থেকে কিছু ছেড়ে দিই?

যদি যেকোন জিহাদি গ্রুপের অর্ধেক অংশ ফিদায়ী আক্রমণ পরিচালনা করে তাহলে তারপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের জন্য আনন্দজনক বিজয় আসবে এমনকি আল্লাহ্র ইচ্ছায় যদি চার ভাগের এক ভাগও করে তাও আসবে।

আমি আপনাকে এইটি শাইখ উসামা বিন লাদিন (আল্লাহ্ তকে রক্ষা করুন) এর বক্তব্য ব্যাতীত বলছি না। তিনি বলেছিলেন নিজেকে ফিদায়ী আক্রমনের বিষয়ে বলা অব্যাহত রাখ।

ফিদায়ী আক্রমণ হচ্ছে বিজয়ের সংস্কৃতি। এই হচ্ছে ত্যাগ এবং আনুগত্যের ঠিকানা। এর মাধ্যমেই এই পৃথিবীর সকল তুচ্ছ জিনিষকে সম্পূর্নরূপে পরিত্যাগ করা হয়। এই হচ্ছে নিজের নফসের গোলামি থেকে মুক্ত হয়ে উচ্চ স্তরে উঠার মাধ্যম। আমারা দোয়া করি যেন আল্লাহ্ প্রত্যেকের অন্তরে এই আক্রমণগুলোর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দিক।

প্রশ্নঃ আপনি কি আপনার ভাইদের প্রতি শেষ কোন বক্তব্য দিবেন ?

উত্তরঃ আমার প্রিয় ভাইয়েরা আমার দীর্ঘ বক্তব্যের কারণে আমি আপনাদের থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আল্লাহ্র শপথ জিহাদের সবচেয়ে সুন্দর ছবির উপর ইহা একটি নির্দেশিকা ও উত্তেজক। যদি আল্লাহ্ তাআলা আমাকে পুনরায় এই পৃথিবীতে আসার অনুমতি দেয় আমি মনে করি না আমার লিখিত একটি শব্দও আমি পরিবর্তন করব। অতএব আমার মুজাহিদ ভাইয়েরা ইতস্ততঃ করবেন না। আল্লাহ্র অনুগ্রহে সামনের দিকে এগিয়ে যান। কেন আমি আপনাদেরকে আপনাদের জান্নাতের সুন্দরী স্ত্রীদের সাথে দীর্ঘকাল ব্যাপী দেখব না? এবং কত দীর্ঘকাল সময় তাঁরা আপনার সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষার প্রহর গুনবে? আল্লাহ্র উপর নির্ভর করুন এবং বলুন , আমি যদি এই খেজুরগুলো খেতে থাকি তাহলে ইহা হবে একটি দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার এবং আপনার নামকে ফিদায়ী হামলাকারীদের তালিকায় নথিভুক্ত করুন। ইহা বলবেন না যে আবর্তিত হওয়া দীর্ঘ, আপনার মৃত্যু হবে যথেষ্ঠ গৌরব এবং পুরষ্কারের বিষয় এবং আপনি অপেক্ষা করছেন আপনার ফিদায়ী আক্রমণের নির্দেশের উপর।

আপনাদের প্রিয় ভাই
আবু ডুজানাহ আল খুরাসানি

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি সমস্ত বিশ্বের মালিক।

মূল সাক্ষাৎকার পাবলিশ হয়েছে আল-ফজর মিডিয়া থেকে

পরিবেশনায়

আনসারুল্লাহ বাংলা ব্লগ

http://ansarullah.co.cc/bn/